গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা
www.mofood.gov.bd

১৮ পৌষ ১৪২৩
নং-১৩.০০.০০০০.০২৪.০৬.০০২.২০১৬- ০৭(৮০) তারিখঃ------------------------
০১ জানুয়ারি ২০১৭

বিষয়ঃ মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

২৭.১২.২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীর Soft কপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের e-mail এ প্রেরণসহ এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটঃ www.mofood.gov.bd তে Upload করা হয়েছে। মাসিক সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং পেন্ডিং বিষয় নিষ্পত্তিকরণের জন্য 'ছক' অনুযায়ী তালিকাসহ আগামী ১৯.০১.২০১৭ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখায় প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণিতমতে।

০১.০১.২০১৭

(মোঃ সিরাজুল ইসলাম)
যুগ্ম-সচিব (সমন্বয় ও সংসদ)
ফোনঃ ৯৫৪০১২১
ই-মেইলঃ dscoordination@mofood.gov.bd

বিতরণঃ কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/(পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)/(সংগ্রহ ও সরবরাহ),খাদ্য মন্ত্রণালয়। সংযুক্ত কার্যবিবরণী।
২। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, ৭১-৭২ প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা। সংযুক্ত কার্যবিবরণী।
৩। মহা-পরিচালক,খাদ্য অধিদপ্তর। সংযুক্ত কার্যবিবরণী।
৪। যুগ্ম-সচিব (সকল), খাদ্য মন্ত্রণালয়।
৫। মহা-পরিচালক,এফপিএমইউ,খাদ্য মন্ত্রণালয়,১৬,আব্দুল গণি রোড,ঢাকা।
৬। আইন উপদেষ্টা,খাদ্য অধিদপ্তর। সংযুক্ত কার্যবিবরণী।
৭। পরিচালক (প্রশাসন /সরবি/সংগ্রহ/চসসা/আইডিটিএস/হিসাব ও অর্থ/প্রশিক্ষণ), খাদ্য অধিদপ্তর।
৮। উপ-সচিব (সকল)/ উপ-প্রধান (পরিকল্পনা কোষ), খাদ্য মন্ত্রণালয়।
০৯। পরিচালক (খানিপু/ উৎপাদন/ নীতি/ বাজার), এফপিএমইউ, খাদ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য ভবন, ঢাকা।
১০। মন্ত্রীর একান্ত সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়। সংযুক্ত কার্যবিবরণী।
১১। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা।
১২। সচিবের একান্ত সচিব,খাদ্য মন্ত্রণালয়। সংযুক্ত কার্যবিবরণী।
১৩। সিনিয়র সহকারী সচিব/ সিনিয়র সহকারী প্রধান (সকল), খাদ্য মন্ত্রণালয়।
১৪। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, খাদ্য মন্ত্রণালয়,১৬,আব্দুল গণি রোড,ঢাকা।
১৫। সিষ্টেম এনালিষ্ট, খাদ্য অধিদপ্তর।
১৬। অতিরিক্ত পরিচালক (অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা), খাদ্য অধিদপ্তর।
১৭। সহকারী প্রকৌশলী (পরিকল্পনা কোষ),খাদ্য মন্ত্রণালয়।
১৮। বাজেট অফিসার,খাদ্য মন্ত্রণালয়।
১৯। প্রোগ্রামার, খাদ্য মন্ত্রণালয়। ২৭.১২.২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো। সংযুক্ত কার্যবিবরণী।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mofood.gov.bd

ডিসেম্বর/ ২০১৬ মাসে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতিঃ এ. এম বদরুদ্দোজা
সচিব

সভার স্থানঃ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
সভার তারিখ ও সময়ঃ ২৭.১২.২০১৬ খ্রিঃ সকাল ১০-০০ ঘটিকা

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা পরিশিষ্ট-'ক'তে দেখানো হলো।

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কাজ শুরু করেন। সভার শুরুতে নভেম্বর, ২০১৬ মাসে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতক্রমে কার্যবিবরণী দৃঢ় করা হয়। নভেম্বর, ২০১৬ মাসের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে কার্যপত্র অনুসরণ করে বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্যের ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

২। আলোচনা

বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১. অভ্যন্তরীন খাদ্যশস্য সংগ্রহ	**(ক) বোরো ধান মিলিং-২০১৬** সভায় পর্যালোচনা হয় যে, প্রথম বারের মত সর্বোচ্চ ক্রয়কৃত ৬ লাখ ৭০ হাজার মেট্রিক টন ধানের মধ্যে ২০.১২.২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ৬,৬২,৭৮০ মেট্রিক টন ধান মিলিং করা হয়েছে। প্রাপ্ত ফলিত চালের পরিমাণ ৪,২২,৬২৮ মেট্রিক টন। মহাপরিচালক সভায় জানান যে, শরীয়তপুরসহ দক্ষিণাঞ্চলের কয়েকটি জেলায় চুক্তিযোগ্য কিংবা আগ্রহী চালকল না থাকায় অবশিষ্ট ধান মিলিং এ বিলম্ব হচ্ছে। অন্য জেলায় বরাদ্দ ও পরিবহণ করে এ ধান ভাংগানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। অবশিষ্ট পরিমাণ ধান দ্রুত মিলিং করা হবে বলে সভায় জানানো হয়।	অবশিষ্ট পরিমাণ ধান দ্রুত মিলিং সম্পন্ন করতে হবে।	মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর
	(খ) আমন চাল সংগ্রহ ২০১৬-২০১৭ সভায় আলোচনা হয় যে, চলতি আমন সংগ্রহ মৌসুমে সিদ্ধ ও আতপ চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ২.৫০ ও ০.৫০ লাখ মেট্রিক টন। ২৬.১২.২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত ২ লাখ ৬৫ হাজার ৯৪২ মেট্রিক টন সিদ্ধ চাল এবং ১৮ হাজার ৮০০ মেট্রিক টন আতপ চালের জন্য মিলারদের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। এ যাবত সংগৃহিত সিদ্ধ চালের পরিমাণ প্রায় ৪৬ হাজার মেট্রিক টন। বিদ্যমান বাজার ও সরবরাহ পরিস্থিতি পর্যালোচনায় আমন চাল সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে মর্মে সকলে একমত পোষণ করেন।	আমন সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জন করতে হবে।	মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর

২.গম আমদানি	সভায় আলোচনা হয় যে, বাজেটে গম আমদানির লক্ষ্যমাত্রা ৫.০০ লাখ মেট্রিক টন। বিগত অর্থ বছরের চুক্তিপত্রের সাথে সমন্বয় করে ২টি চুক্তির বিপরীতে ইতোমধ্যে ১.২১ লাখ মেট্রিক টন গম সংগ্রহ করা হয়েছে। সরকার টু সরকার পর্যায়ে ২.০০ লাখ মেট্রিক টন গম ক্রয়ের জন্য রাশিয়ার সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। জি টু জি পদ্ধতিতে রাশিয়া হতে ২.০০ লাখ মেট্রিক টন গম আমদানি করা হয়েছে। প্রয়োজনের নিরিখে অবশিষ্ট পরিমাণ গম ক্রয় করার জন্য চুক্তি করা হবে।	গম আমদানির নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।	মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর এবং অতিরিক্ত-সচিব (সংগ্রহ ও সরবরাহ), খাদ্য মন্ত্রণালয়
৩ খাদ্যশস্য বিলি-বিতরণ	**(ক) ওএমএস খাতে চাল বিক্রয়** OMS খাতে চাল বিক্রয় আপাততঃ স্থগিত আছে।		
	(খ) ওএমএস খাতে আটা বিক্রয় সভায় আলোচনা হয় যে, ওএমএস খাতে আটা বিক্রয়ের জন্য ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে বাজেটে গমের বরাদ্দ ৩.০০ লাখ মেট্রিক টন। ২৫.১২.২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ময়দাকলে বরাদ্দকৃত গমের পরিমাণ ১.৩৭ লাখ মেট্রিক টন। আনুপাতিক হারে ফলিত আটার পরিমাণ ১০.০৫ মেট্রিক টন। ঢাকা মহানগরসহ আশপাশের শ্রমঘন এলাকায় (তেজগাঁও সার্কেল ও কেরানীগঞ্জ) আটা বিক্রয় চলবে। এছাড়া, ট্রাকের মাধ্যমে মাত্র ১.০০ (এক) মেট্রিক টন আটা লাভজনক নয় বিধায় ডিলারের আগ্রহও খুবই কম। সভায় আলোচনা হয় যে, বাজার মূল্য কম থাকায় চাহিদা কমে গেছে। আটা বিক্রয় কার্যক্রমের উপর নজরদারি রেখে বিক্রয় কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।	যথাযথ নজরদারি রেখে আটা বিক্রয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর
	(গ) খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি সভায় আলোচনা হয় যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্রান্ডিং কর্মসূচি হিসেবে **ইউনিয়ন পর্যায়ে 'খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি'** সেপ্টেম্বর, ২০১৬ মাসে শুরু হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় ২৭.১১.২০১৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সারাদেশের ৪৯,০৯,০৬৩ লাখ সুবিধাভোগী পরিবারের তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। ৩০.১১.২০১৬ তারিখ পর্যন্ত উত্তোলিত ৩,৮৮,৭৭৩ মেট্রিক টন চালের মধ্যে ৩,৮৮,৬৯৩ মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয়েছে। দেশব্যাপী সকল উপজেলায় এ কর্মসূচি চালু হয়েছে। সভায় আলোচনা হয় যে, প্রাপ্ত তালিকা হতে এ যাবত ২ লাখ ১৮ হাজার সুবিধাভোগীর নাম সংশোধন করা হয়েছে। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, আগামী জানুয়ারি, ২০১৭ মাসের মধ্যে ভোক্তার আপডেট তথ্য কম্পিউটারাইজড করা সম্ভব হবে। আলোচ্য সময়ের মধ্যে সঠিক ভোক্তা তালিকা চূড়ান্ত করার জন্য সভায় সচিব পরামর্শ প্রদান করেন।	জানুয়ারি, ২০১৭ এর মধ্যে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ভোক্তা তালিকা চূড়ান্ত করতে হবে।	অতিরিক্ত-সচিব (সং ও সরঃ), খাদ্য মন্ত্রণালয় ও মহাপরিচালক ও পরিচালক (সববি), খাদ্য অধিদপ্তর।

	(ঘ) খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চাল ও ওএমএস (১) সভায় আলোচনা শেষে সকলে একমত পোষণ করেন যে, খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চাল বিক্রয় মনিটরিং এবং অভিযোগ ও পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের তদন্তের সিদ্ধান্তের আলোকে খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণকে বিভাগ/ জেলা বন্টনপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল তা অব্যাহত থাকবে।	(১) খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির মনিটরিং ও অভিযোগ তদন্তের নির্দেশ অব্যাহত রাখতে হবে।	মহাপরিচালক ও পরিচালক (সববি), খাদ্য অধিদপ্তর এবং উপ-সচিব (সরঃ-১), খাদ্য মন্ত্রণালয়
	(২) সভায় আলোচনা হয় যে, খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির অক্টোবর মাসের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত অনিয়ম চিহ্নিত ও তদন্ত করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এগুলোর বিরুদ্ধে Special power Act, দূর্নীতি দমন প্রতিরোধ আইন, ফৌজদারি অপরাধের আওতায় মামলা দায়ের অব্যাহত রাখতে হবে।	(২) পত্রিকায় প্রকাশিত অনিয়ম চিহ্নিত ও তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
	(ঙ) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য বিতরণ খাদ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী ২০১৬-২০১৭ চলতি অর্থ-বছরে টিআর, কাবিখা খাতে আপাততঃ খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হচ্ছে না। ২৫.১২.২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ভিজিডি খাতে ৩.১৫ মেট্রিক টন চালের বিপরীতে প্রায় ১,১৫,২০৮ মেট্রিক টন চাল, ভিজিএফ খাতে ৪.০০ মেট্রিক টনের মধ্যে ১,২০,৭৪৪ মেট্রিক টন এবং জিআর খাতে ৮৮ হাজার মেট্রিক টন চালের বিপরীতে ২৭,২৬৯ মেট্রিক টন চাল উত্তোলন করা হয়েছে এবং স্কুল ফিডিং খাতে ২২,৫০০ মেট্রিক টন গম বরাদ্দের বিপরীতে ৭,৩৮৬ মেট্রিক টন চাল উত্তোলন করা হয়েছে। এছাড়া, পাবর্ত্য জেলাসমূহে সম্প্রতি ও উন্নয়ন খাতে, সারাদেশে ইপি ও ওপি খাতে খাদ্যশস্য সরবরাহ অব্যাহত আছে।	বরাদ্দ অনুযায়ী সামাজিক কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য সরবরাহ অব্যাহত রাখতে হবে।	(১) অতিরিক্ত-সচিব (সংগ্রহ ও সরবরাহ), খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর
৪. চাল ও আটার বাজারমূল্য মনিটরিং	**চাল ও গমের বাজার মূল্য** সভায় আলোচনা হয় যে, সারাদেশে চাল ও আটার বাজার দর মনিটরিং করা হচ্ছে। বর্তমানে (এফপিএমইউ এর ২৬.১২.২০১৬ তারিখের তথ্য) মোটা চালের খুচরা গড় বাজার দর প্রতিকেজি ৩৫-৩৭ টাকা। খোলা আটার গড় বাজার দর প্রতিকেজি ২৪-২৬ টাকা। চালের বাজার দর স্থিতিশীল লক্ষ্য করা যাচ্ছে বলে সভায় জানানো হয়। আমন ধান কাটা সম্পন্ন হওয়ায় বাজারে চালের বাজার স্থিতিশীলতা অব্যাহত থাকবে মর্মে সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।	খাদ্যশস্যের বাজার দর নিয়মিত পর্যবেক্ষণপূর্বক মনিটরিং অব্যহত রাখতে হবে।	মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর এবং উপ-সচিব (সরবরাহ-১), খাদ্য মন্ত্রণালয়
৫.গুদাম ও অফিস ভবন মেরামত	**গুদাম ও অফিস ভবন মেরামত** **(ক) গুদাম মেরামতঃ** ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে রাজস্ব বাজেটে গুদাম মেরামত অব্যাহত আছে। ৬২টি লটের কাজের	(১) ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেটের	মহাপরিচালক ও পরিচালক (আইডিটিএস),

	মধ্যে ইতোমধ্যে, ২৯টি লটের কাজ শেষ হয়েছে এবং ১৫.১২.২০১৬ তারিখ পর্যন্ত বাকী ৩৩টি কাজের অগ্রগতি ৭০.৩৩% মর্মে (পরিচালক, পউকা) সভাকে জানান। এ প্রেক্ষিতে সভায় পুনরায় আলোচনা হয় যে, ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে এ খাতের ৩০ কোটি টাকার মধ্যে পূর্ববর্তী বছরের চুক্তিমূল্যের ২৫.৭৯ কোটি টাকা পরিশোধ করতে হবে। অবশিষ্ট ৪ কোটি (প্রায়) টাকা দিয়ে উল্লেখযোগ্য কোন কাজ করা সম্ভব হবে না। তবে, ডিসেম্বরের পূর্বে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের কাজের মূল্য পরিশোধ করা হলে সংশোধিত বাজেটে অর্থ বরাদ্দ করানো সম্ভব হবে। তাই কাজের বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্নকরণে দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়। এছাড়া, বিস্তারিত আলোচনা শেষে মেরামতের আওতাধীন গুদামের ধারণক্ষমতার সাথে গুদামের প্রকৃত সংখ্যা উল্লেখপূর্বক অগ্রগতির তথ্য জানানোর জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।	আওতায় গুদাম মেরামত কাজ সম্পন্ন ও অর্থ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে। (২) বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রকৃত তথ্যসহ গুদাম সংখ্যার তথ্য প্রদান করতে হবে।	খাদ্য অধিদপ্তর
	(খ) গুদাম মেরামতের নীতিমালা প্রণয়নঃ ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর হতে মেরামত খাতে রাজস্ব বাজেটের অর্থ আঞ্চলিক পর্যায়ে বিভাজনের মাধ্যমে গুদাম ও আনুষঙ্গিক মেরামতের নীতিমালা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত রয়েছে। খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জানান যে, Delegation of Financial Power-2015 অনুসরণে অঞ্চলভিত্তিক অর্থ বিভাজনপূর্বক গুদাম মেরামতের কাজের নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ অনুসরণে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছর হতে গুদাম মেরামতের কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে মর্মে সভায় জানানো হয়।	আঞ্চলিক পর্যায়ে অর্থ বিভাজন ও গুদাম মেরামতের নীতিমালা দ্রুত চূড়ান্ত করতে হবে।	মহাপরিচালক ও পরিচালক (আইডিটিএস), খাদ্য অধিদপ্তর
	(গ) নতুন অফিস ভবন নির্মাণ প্রতিবছর রাজস্ব বাজেটের আওতায় খাদ্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিস ভবন ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণ করা হয়ে থাকে। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ১৫টি লটের কাজের মধ্যে ১৩টি লটের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। বাকী লটের কাজ চলমান আছে। এছাড়া, ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের ১৪টি লটের কাজের মধ্যে ৬টি লটের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২০১৪-২০১৫ ও ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের নতুন অফিস ভবন নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ে শেষ না হওয়ায় সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। আগামী সভায় সকল অফিস ভবন ও অন্যান্য নতুন নির্মাণ বিষয়ে অগ্রগতির বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপনের জন্য সভায় পুনরায় নির্দেশ দেয় হয়।	সকল নতুন অফিস ভবন ও অন্যান্য নতুন নির্মাণ কাজের বিস্তারিত অগ্রগতি আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	যুগ্ম-সচিব (সং ও সরবরাহ), উপ-সচিব (সরবরাহ-২), খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং পরিচালক (আইডিটিএস), খাদ্য অধিদপ্তর

E:\Monthly Minute Final-1.doc

৬. খাদ্যশস্যের মান পরীক্ষা	**খাদ্য অধিদপ্তরে খাদ্যশস্যের মান পরীক্ষা** খাদ্য অধিদপ্তরে ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে খাদ্যশস্যের নমুনা পরীক্ষার লক্ষ্যমাত্রা ৪০০টি। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২৫.১১.২০১৬ পর্যন্ত ৪৯৭টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রার বেশি সংখ্যক নমুনা পরীক্ষা করায় সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।	খাদ্যশস্যের নমুনা পরীক্ষার কাজ অব্যাহত রাখতে হবে।	মহাপরিচালক ও পরিচালক (আইডিটিএস), খাদ্য অধিদপ্তর
৭. বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম	**(ক) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের প্রচারণা** নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সারাদেশে প্রচার কার্যক্রমের আওতায় বর্তমানে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ১০টি জন সচেতনতামূলক সভা করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে, যার আওতায় বিভাগীয় পর্যায়ে জনসচেতনতামূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গত জুলাই মাসে ঢাকা বিভাগে, অক্টোবর মাসে রাজশাহী বিভাগে, নভেম্বর মাসে চট্টগ্রাম বিভাগে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ০৪.১২.২০১৬ তারিখে খুলনা বিভাগের কর্মশালা যশোরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুরুপভাবে অন্যান্য বিভাগগুলোতে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া, ১৫টি জেলায় নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক আলোচনা ও মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা বিভাগের সহযোগিতায় নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক টিভি ফিলার/ ছোট প্রামাণ্য চিত্র তৈরীর কাজ চলমান রয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে প্রচারের জন্য কয়েকটি নিরাপদ খাদ্য সংশ্লিষ্ট বার্তা ও শ্লোগান তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রচারের জন্য এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ থেকে সভায় অবহিত করা হয়।	(১) নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচার কার্যক্রম আরও বৃদ্ধি করতে হবে। (২) মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ Surveillance অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
৮. বার্ষিক কর্মসম্পাদন বাস্তবায়ন (APA)	সভায় জানানো হয় যে, ২০১৫-২০১৬ সালের APA পূণঃমূল্যায়নে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে। অর্থ বছর শেষে খাদ্য মজুদ এবং অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ বিষয়ক কার্যক্রম পুনঃ মূল্যায়নের ফলে ৮০% হিসেবে ১২ নম্বর যোগ হওয়ায় ফলাফল ((৭০-৫৩+১২.০০)=৮২.৫৩। এছাড়া, ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের APA এর কয়েকটি কার্যক্রম, লক্ষ্যমাত্রা এবং কর্মসূচকের মান পূনঃ নির্ধারণের প্রস্তাবও অনুমোদিত হয়েছে। APA'র হালনাগাদ তথ্য ওয়েব সাইটে আপলোড করা হয়েছে।	২০১৬-২০১৭ সালের APA লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সকলকে সচেষ্ট থাকতে হবে	APA বাস্তবায়ন টীম ও সকল কর্মকর্তা, খাদ্য মন্ত্রণালয়।
৯. শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন ও অংশীজনকে অবহিতকরণ	(ক) শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন বিশেষ করে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা এবং এর বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে সভায় আলোচনা হয়। এ বিষয়ে যুগ্ম-সচিব (সমন্বয় ও সংসদ) সভাকে জানান যে, ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের সংশোধিত শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা এবং ১ম ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তাকে কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। (খ) সভায় মন্ত্রণালয়ের শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের অংশীজন তথা বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এবং খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় এবং তাদের নিজ নিজ দপ্তর/	(ক) মন্ত্রণালয়ের শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে সকল কর্মকর্তাকে ভূমিকা রাখতে হবে। (খ) নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ও খাদ্য অধিদপ্তরকে	(১) মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা। (২) চেয়ারম্যান, নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এবং

	সংস্থায় জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়নে সকলকে কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এবং খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কোর্সে শুদ্ধাচার বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করার বিষয়টি পুনরায় আলোচনায় আসে এবং এ বিষয়ে ইতোমধ্যে, ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে মর্মে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ও খাদ্য অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন। (গ) তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ অনুযায়ী বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এখনও ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগ না হওয়ায় অবিলম্বে ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগপূর্বক ওয়েব সাইটে আপলোড করার জন্য সচিব সভায় নির্দেশ প্রদান করেন।	তাদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে যথাযথ ভূমিকা রাখতে হবে। (গ) তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ অনুযায়ী ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগপূর্বক ওয়েব সাইটে আপলোড করতে হবে।	মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর (৩) চেয়ারম্যান, নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
১০. অভিযোগ ব্যবস্থাপনা	(১) সভায় অভিযোগ ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্বারোপ করা হয় এবং প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ যাচাই বাছাই সাপেক্ষে এগুলোর উপর দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়। (২) অভিযোগ সংখ্যা বিষয়ক উপস্থাপিত তথ্য পর্যালোচনাপূর্বক পূর্ববর্তী মাসের জের এর সহিত পরবর্তী মাসে প্রাপ্ত অভিযোগ সংখ্যা, নিষ্পত্তির সংখ্যা ইত্যাদি তথ্য 'ছক' এ অন্তর্ভূক্ত করে পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করার সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(১) যথাসময়ে তদন্ত সম্পন্ন ও অভিযোগ নিষ্পত্তি করতে হবে। (২) পূর্ববর্তী মাসের জের এর সহিত পরবর্তী মাসে প্রাপ্ত অভিযোগ সংখ্যা, নিষ্পত্তির সংখ্যা ইত্যাদি তথ্য 'ছক' এ অন্তর্ভূক্ত করে পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর ও উপ-সচিব (তদন্ত), খাদ্য মন্ত্রণালয়
১১. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি	**(ক) অডিট সভাঃ** সভায় অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য প্রতিমাসে কমপক্ষে ২টি সভা আয়োজনের জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়। এছাড়া, আপত্তি নিষ্পত্তির কাজ তরান্বিত করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। নভেম্বর, ২০১৬ মাসে যুগ্ম-সচিব (অডিট ১/২) ২টি সভা এবং উপ-সচিব (অডিট-৩) এর নেতৃত্বে ১টি অডিট সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যুগ্ম-সচিব ও উপ-সচিব কর্তৃক সভায় আলোচিত ও সুপারিশকৃত আপত্তির সংখ্যা যথাক্রমে ৪৩ ও ২৫ এবং ৩৩ ও ২০। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এ সকল সভায় আলোচিত ও সুপারিশকৃত এবং নিষ্পত্তিকৃত অডিটের সংখ্যা এবং ব্রডসিট জবাবের তথ্য নিম্নে দেখানো হলঃ **(ক) অগ্রিম** প্রারম্ভিক আপত্তি...২৭৮৩টি মাসে সংযোজিত আপত্তি...............................২৩টি	পরিকল্পিতভাবে প্রতিমাসে কমপক্ষে ২টি সভা আয়োজনের মাধ্যমে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।	(১) যুগ্ম-সচিব (বাজেট ও অডিট)/(অডিট) খাদ্য মন্ত্রণালয়

	মোট আপত্তি ....২৮০৬টি নিস্পত্তিকৃত (জারিপত্র)আপত্তি.........................০০টি অবশিষ্ট আপত্তি..২৮০৬টি ব্রডশিট জবাব..১২টি ত্রিপক্ষীয় সভা...১টি **(খ) খসড়া** প্রারম্ভিক আপত্তি ....৭৬৫টি সংযোজিত আপত্তি...................................... ০০টি মোট আপত্তি..৭৬৫টি নিস্পত্তিকৃত আপত্তি......................................০০টি অবশিষ্ট আপত্তি..৭৬৫টি **সভার সংখ্যাঃ** ত্রিপক্ষীয় সভা...০০টি আলোচিত আপত্তি..০০টি নিস্পত্তির সুপারিশ.......................................০০টি ব্রডশিট জবাব...০০টি **(গ) সংকলন** সংকলনভুক্ত আপত্তি...৫৯৩টি সভার সংখ্যাঃ (ত্রি-পক্ষীয়)...০০টি আলোচিত আপত্তি...০০টি নিস্পত্তির সুপারিশ ....০০টি নিস্পত্তিকৃত আপত্তির সংখ্যা...................................০০টি ব্রডশিট জবাব...০৬টি		
১২. ইন হাউজ প্রশিক্ষণ	APA তে বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা অনুসরণে খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ইন-হাউজ/ জনঘন্টা বিবেচনায় মডিউল অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে অ-অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অগ্রাধিকারভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। নভেম্বর, ২০১৬ মাসে ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ৪ (চার) ক্যাটাগরীতে মোট ১৭৪ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারিকে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জন করার জন্য সভায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে পুনরায় নির্দেশনা দেয়া হয়।	সুপরিকল্পিতভাবে কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে।	যুগ্ম-সচিব (প্রশাঃ-১), যুগ্ম-সচিব (সমঃওসং), উপ-সচিব (সেবা), খাদ্য মন্ত্রণালয়।

<table>
<tr>
<td>১৩. শাখা পরিদর্শন ও শ্রেণিবিন্যাসকৃত নথি নিষ্পত্তিকরণ</td>
<td>(ক) শাখা পরিদর্শনঃ নভেম্বর, ২০১৬ মাসে অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ অধিশাখা ও তদন্ত অধিশাখা পরিদর্শন করা হয়েছে। নিজ নিজ শাখা পরিদর্শন অব্যাহত রেখে পরিদর্শনকালীন প্রাপ্ত অনিয়ম/ ত্রুটিসমূহ সংশোধনের লক্ষ্যে শাখা পরিদর্শন অব্যাহত রাখার জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।</td>
<td>নিজ নিজ শাখা পরিদর্শন পূর্বক প্রতিবেদন প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে।</td>
<td>সকল উইং প্রধান, অধিশাখা ও শাখা প্রধান এবং যুগ্ম-সচিব (প্রশাঃ-১), খাদ্য মন্ত্রণালয়</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(খ) শ্রেণিবিন্যাসকৃত নথি নিষ্পত্তিকরণঃ সভায় জানানো হয় যে, শ্রেণিবিন্যাসকৃত নথিসমূহ নিষ্পত্তির জন্য এ পর্যন্ত অভ্যঃ প্রশাঃ-১ শাখায় কোন তালিকা পাওয়া যায়নি। শ্রেণিবিন্যস্ত নথি নিষ্পত্তির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনা শেষে নিষ্পত্তি তথা বিনষ্টযোগ্য নথির তালিকা প্রত্যেক অধিশাখা, শাখা প্রধানগণকে উইং প্রধানের মাধ্যমে প্রশাসন-১ শাখায় প্রেরণ করার জন্য সভায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। বিস্তারিত আলোচনা শেষে সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ অনুযায়ী নথির শ্রেণিবিন্যাস করার জন্য সভায় পুনরায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, নথির শ্রেণিবিন্যাস ও নথি বিনষ্টকরণ প্রক্রিয়ার উপর ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সভায় পুনরায় নির্দেশনা দেয়া হয়।</td>
<td>(১) ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে নথির শ্রেণিবিন্যাস ও নথি বিনষ্টকরণের বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।</td>
<td>(১) যুগ্ম-সচিব (প্রশাঃ-১), খাদ্য মন্ত্রণালয়</td>
</tr>
<tr>
<td>১৪. আইন ও মামলা</td>
<td>খাদ্য অধিদপ্তরের মামলাঃ খাদ্য অধিদপ্তরাধীন মামলাসমূহ বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার দপ্তরের মাধ্যমে তদন্ত ও মামলা শাখার সহায়তায় পরিচালিত হয়ে থাকে।

খাদ্য অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী চলমান মামলার সংখ্যা ১,১৪৬টি। গত মাসে ৩টি দেওয়ানি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। নভেম্বর, ২০১৬ মাস পর্যন্ত খাদ্য অধিদপ্তরাধীন ৭টি বিভাগের মামলা সংক্রান্ত তথ্যাদি,নিম্নরুপঃ

<table>
<tr><th>ক্রমিক নং</th><th>বিভাগের নাম</th><th>মামলার সংখ্যা</th><th>আলোচ্য মাসে মামলা দায়ের</th><th>আলোচ্য মাসের নিষ্পত্তি</th><th>অবশিষ্ট মামলার সংখ্যা</th></tr>
<tr><td>১</td><td>ঢাকা</td><td>৩৪৫</td><td></td><td>১৪</td><td>৩৩১</td></tr>
<tr><td>২</td><td>বরিশাল</td><td>৮১</td><td></td><td>০৪</td><td>৭৭</td></tr>
<tr><td>৩</td><td>চট্টগ্রাম</td><td>২২৩</td><td></td><td>০৫</td><td>২১৮</td></tr>
<tr><td>৪</td><td>খুলনা</td><td>১৩০</td><td></td><td>০২</td><td>১২৮</td></tr>
<tr><td>৫</td><td>রাজশাহী</td><td>১৯৩</td><td>০১</td><td>২২</td><td>১৭১</td></tr>
<tr><td>৬</td><td>রংপুর</td><td>২১৩</td><td></td><td>১৪</td><td>১৯৯</td></tr>
<tr><td>৭</td><td>সিলেট</td><td>[illegible]</td><td></td><td>[illegible]</td><td>[illegible]</td></tr>
<tr><td></td><td>মোট মামলা</td><td>১২১০</td><td>০১</td><td>৬৫</td><td>১১৪৬</td></tr>
</table>
</td>
<td>(১) মামলা নিষ্পত্তির জন্য সার্বক্ষণিক নিবিড় যোগাযোগের পাশাপাশি নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ মামলার বর্ণনা অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

(২) খাদ্য বিভাগীয় দখলী জমি যেন বেহাত না হয় সে বিষয়ে তৎপর থেকে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</td>
<td>(১) আইন উপদেষ্টা, খাদ্য অধিদপ্তর।

(২) আইন উপদেষ্টা, খাদ্য অধিদপ্তর।</td>
</tr>
<tr>
<td>১৫. অনাদায়ী চালকলের পাওনা আদায়</td>
<td>প্রতিমাসে মাসিক সমন্বয় সভায় অনাদায়ী চালকলের নিকট সরকারি পাওনার বিষয়ে তথ্য উপস্থাপন করা হয়। নভেম্বর, ২০১৬ মাসের তথ্য মতে সারাদেশে অনাদায়ী চালকলের নিকট থেকে সরকারি পাওনা আদায়ের তথ্য নিম্নরুপ উপস্থাপন করা হলোঃ</td>
<td>চালকলের নিকট সরকারি অনাদায়ী টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা জোরদার</td>
<td>মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর।</td>
</tr>
</table>

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	জেলার সংখ্যা	অনাদায়ী চালকলের সংখ্যা	দায়েরকৃত মানিস্যুট মামলায় সরকারী পাওনা টাকার পরিমাণ	বর্তমান মাসে আদায়ের পরিমাণ।	মোট আদায়কৃত টাকার পরিমাণ	অবশিষ্ট পাওনা টাকার পরিমাণ
১	রাজশাহী	০৫	৮০	১১,০৯,৯৬,১৭৮.৮৩	৮৫,০০০	২৭৯৫৮২২৫.৩৭	৮৩০৩৭৯৯৫৩.৪৬
২	রংপুর	০৮	৯৯	৬,৩৭,১৫,২০৩.১৯	১৫,০০০	২৪০৭৯৮০৮.৬২	৩৯৬৩৫৩৯৪.০৭
৩	ঢাকা	০৮	৪০	৭,৭৩,০৯,৭৯৫.২৮	১৫,০০০	৬০০১৭৩০.৮৭	৭১৩০৮০৬৪.৪১
৪	খুলনা	০৩	২৫	২.৪৬.৫১,৫০৫.২১	০	৯,৪৩.৪২৫.৪০	২.৩৭,০৮,০৭৯.৮১
৫	চট্টগ্রাম	০৫	১৫	৪,৬৫.৮৪,৪৫২.১৯	০	৭.৫৮.৬৪০.০২	৪.৫৮,২৫,৮১২.১৭
৬	সিলেট	০২	০৫	২০.৫৪.৮০০.২২	০	৬.৭৪.৫০৮.৩০	১৩.৮০.২৯১.৯২
৭	বরিশাল	০১	০১	১০.৯৮.২৩৭.৫৭	০	০	১০,৯৮,২৩৭.৫৭
মোট		৩২	২৬৫	৩২,৬৪,১০,১৭২.৪৯	১.১৫,০০০	৬০৪১৬৩৩৮.৫৮	২৬৫৯৯৩৮৩৩.৯১

চালকলের নিকট অনাদায়ী টাকা আদায়ের বিষয়ে জোর প্রচেষ্টা চালানোর জন্য সভায় পুনরায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

করতে হবে।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(এ. এম বদরুদ্দোজা)
সচিব